দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 05.APR 1996...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫......

হলগুলোতে বহিরাগত মস্তানদের ভিড় আসল ছাত্ররা ঢুকে আইডি কার্ড দেখিয়ে

ঢাঃ বিঃ সূর্যসেন হলে বোমা তৈরির সময় বিস্ফোরণ

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হল ছাত্র সংসদের অফিসকক্ষে গতকাল বৃহস্পতিবার সোয়া ৫টায় বোমা বানানোর সময় ৫টি বোমা বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলে দু'জন বহিরাগত যুবকের হাত ও পা ঝলসে গেছে। গত মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি হলে পুলিশী তল্লাশির পরও অস্ত্রধারী মস্তানদের দৌরাত্ম্য কমেনি। অস্ত্রধারীদের দাপটে হলের সাধারণ ছাত্রদের জীবনযাত্রা অসহনীয় হয়ে উঠেছে।

গতকাল বিকেলে সূর্যসেন হল ছাত্র সংসদের অফিসকক্ষে বোমা বানানো হচ্ছিল বলে একটি সূত্রে জানা গেছে। বোমা তৈরির সময় বিকেল সোয়া ৫টায় একই সঙ্গে ৫টি বোমা বিস্ফোরিত হলে পুরো সূর্যসেন হল বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে। বোমা বিস্ফোরণের শব্দ টিএসসি থেকেও শোনা যায় বলে ছাত্ররা জানিয়েছেন। বোমার শব্দে ছাত্র সংসদের অফিসকক্ষ ও আশপাশের কয়েকটি কক্ষের জানালার কাঁচ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। সূর্যসেন ও মুহসীন হলের ছাত্ররা শব্দ শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। বোমা বিস্ফোরণের ফলে ছাত্র সংসদ কক্ষের ভেতরে অবস্থানরত দু'জন বহিরাগত যুবক আহত হয়েছে। তাদের একজনের হাত এবং একজনের পা ঝলসে গেছে। গ্রেফতার এড়ানোর জন্য তাদের কেউ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়নি বলে জানা গেছে।

গত মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি হলে পুলিশী তল্লাশির পরও অস্ত্রধারী মস্তানদের দাপট কমেনি। হলগুলোতে অবস্থানরত ৩টি ছাত্র সংগঠনের ছাত্র মস্তানরা হল রক্ষা করার জন্য বিপুল পরিমাণ বহিরাগত মস্তান আমদানি করেছে। সকল মস্তান মিলে এখন হলগুলোর গেট, ছাদ ও গুরুত্বপূর্ণ অংশে চেয়ার এবং সোফা বসিয়ে দিনরাত পাহারা দিচ্ছে। বহিরাগত মস্তানরা হলের প্রকৃত ছাত্রদের পরিচয়পত্র দেখে হলে ঢুকতে দিচ্ছে। সাধারণ ছাত্রদের অবস্থা এখন 'নিজ দেশে পরবাসী'র মত। হলে হলে বহিরাগত মস্তানদের দাপট দিন দিন বাড়ছে। অবিলম্বে পুলিশ প্রশাসন ও হল প্রশাসন কার্যকর উদ্যোগ না নিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা স্বাভাবিক হবে না বলে আশংকা করা হচ্ছে।